বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য ও জরুরী দাবি মেনে নেয়া হোক

চলার পথে

স্মৃতিভাষণ

শামসুর রাহমান

গত মার্চ মাসে দু'বার বুয়েটে গিয়েছিলাম একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক এবং একটি সাহিত্যানুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে। এ মাসের গোড়ার দিকে আরও একবার বুয়েটে যেতে হয় আমাকে। খুবই অসুস্থ ছিলাম। তবুও সেখানে যেতে হ'ল এপ্রিলের এক সন্ধেবেলা মানবিকতা ও ন্যায়ের পক্ষে থাকার তাগিদে। আমার ক'জন শুভার্থী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসে আমাকে বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আমারণ অনশন এবং তিনজন ছাত্রের হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার খবর জানালেন। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন যাতে আমি বুয়েটে গিয়ে ক্লাশ বর্জনকারী, আমরণ অনশন ব্রতে অটল ছাত্রছাত্রীদের অনশন ভাঙাই। ওরা আমার অনুরোধকে কিছুতেই ঠেলে দিতে পারবে না, ওরা আমাকে ভালবাসে ইত্যাদিও আমাকে জানালেন শুভার্থীরা। বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্কটময় অবস্থার বিবরণ শুনে আমার হৃদয় হু হু ক'রে ওঠে। যদিও ওদের কাউকেই চিনি না, তবু সেই মুহূর্তে ওরা আমার নিজের সন্তান হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ অসুস্থতাকে উপেক্ষা ক'রে বুয়েটে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

সেখানে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে করুণ অবস্থা দেখলাম তাতে আমি খুবই উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হয়ে উঠি। আমি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিই অশ্রুভেজা কণ্ঠে। এর আগে কখনও কোনও বক্তৃতা দেয়ার সময় হৃদয় ও চোখ দুটো এমন অশ্রুময় হয়ে উঠেছিল কিনা মনে পড়ে না। তবে কখনও সখনও কোনও কোনও বেদনার্ত অনুভূতি কারও কাছে প্রকাশ করার মুহূর্তে কণ্ঠস্বর অশ্রুসিক্ত হয়েছে, স্বীকার করি। যা-ই হোক, বক্তৃতা শেষে আমি ওদের অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানাই। অনশনরত, অত্যন্ত ক্লান্ত একটি ছাত্রীর হাতে পানির গ্লাশ তুলে দিই। সে পানি পান করার পর বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অনশন ভঙ্গ হ'ল বটে, তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ওদের ক্লাশ বর্জন অব্যাহত থাকবে, এই সিদ্ধান্তে ওরা অনড়, অটল একথা আমাকে সবিনয়ে জানাল। এ বিষয়ে আমি নিশ্চুপ রইলাম। ওদের দাবি ন্যায্য এবং অপরিহার্য মনে করি ব'লেই ওদের পক্ষে থাকার প্রতিশ্রুতি দিই। সেই সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে প্রবীণ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরীর মতো বরেণ্য শিল্পী, কবি-স্থপতি রবিউল হুসাইন এবং বেলাল চৌধুরীর মতো কবি-সাংবাদিক এবং আরও ক'জন বরেণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে যাই একটি খবর শুনে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয় স্থপতি এবং অত্যন্ত ভাল মানুষ-মাজহারুল ইসলামকে ণেব্রমভট-ভমভ থরটট অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করেছেন! লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়।

আমরা যারা বুয়েটের বাইরে আছি তারা সবাই প্রকৌশলী নই সত্য, কিন্তু মূর্খ ও মূঢ়ও তো নই। যুক্তিবাদিতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে প্রবল অনিচ্ছুক। তবে যুক্তি যদি খোঁড়া হয়, তাহ'লে তা' মেনে নিতে রাজী নই। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে এ বছর ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতব্যের জন্যে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের প্রতিবেদনটি আমি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পড়েছি। স্থাপত্য বিভাগের একাধিক শিক্ষককে আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। তাঁরা সবাই সৃজনশীল, জ্ঞানান্বেষী, যুক্তিবাদী এবং অগ্রসর চিন্তার মানুষ। তাঁরা আদৌ পরিবর্তন বিমুখ নন। তবে সেই পরিবর্তনকে হতে হবে কল্যাণকর এবং উপকারী। যে পরিবর্তন অকল্যাণ এবং বাধা সৃষ্টি করে তা শুধু তাঁরা কেন আমরাও অগ্রাহ্য করব। তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ এবং আন্তরিক প্রতিবেদনটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপকগণ সত্য এবং বস্তুনিষ্ঠারই রূপটি তুলে ধরেছেন। তাঁরা যা বলেছেন, তাতে পক্ষপাতিত্বের কোনও ঘ্রাণই আমরা খুঁজে পেলাম না। গত ৩৫ বছর ধরে যে পদ্ধতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের ভর্তির ব্যাপারে প্রচলিত ছিল, যে পদ্ধতি *Royal Institute of British Architect (RIBA)* স্থাপত্য বিভাগের জন্যে অনুসরণ করে (উক্ত বিভাগে ভর্তির সময় *RIBA* শিক্ষার্থীদের *'Creative aptitude'*-এর ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়) যে পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতেও কায়েম রয়েছে আজ অব্দি তা হঠাৎ বুয়েট কর্তৃপক্ষ কেন পরিবর্তন করলেন তা' আমাদের বোধগম্য নয়।

পরিবর্তন, যদি তা' ভালর জন্যে হয়, উত্তম। যে পরিবর্তনে স্থাপত্য বিভাগের পক্ষে সৃজনশীলতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকে প্রায় গুরুত্বহীন করে অত প্রয়োজনীয় নয় বিষয়গুলোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিত অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অবাস্তব ব'লে আমরা অপ্রকৌশলী ব্যক্তিরাও বিলক্ষণ বুঝতে সক্ষম। ভেবে বিস্মিত, দুঃখিত হই স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপকদের যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ এবং বুয়েটের চ্যান্সেলার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অমান্য ক'রে একাডেমিক কাউন্সিলের প্রকৌশলীদের সংখ্যাধিক্যের জোরে বুয়েট কর্তৃপক্ষ এই ক্ষতিকর, অপরিণামদর্শী স্থাপত্য বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগের একক ভর্তি পরীক্ষার রীতি চালু করেছেন। প্রকৌশলীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করব না, এমন বুরবক আমি নই, তবে তাঁরা সৃজনশীল নন, তাঁরা নির্মাণবিদ। কিন্তু স্থপতিগণ সৃজনশীল। কে না জানে প্রত্যেক সমাজেই সৃজনশীল ব্যক্তির যথেষ্ট অভাব। একজন বিদগ্ধ গুণী ব্যক্তি আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমাদের প্রিয় ঢাকা শহর ইঞ্জিনিয়ারদের কল্যাণে কি কুৎসিতই না হয়ে উঠেছে, যে বিল্ডিংগুলো স্থপতিরা তৈরি করেছেন সেগুলোই সুন্দর এবং উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার করার জো নেই। এটি সম্ভব হয়েছে সৃজনশীল স্থপতিদের নান্দনিক চেতনার জন্যে।

তাই, আমরা বুয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই তাঁরা যেন স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেন। আশা করি তাঁরা এই আবেদন এবং দাবিকে উপেক্ষা কিংবা অগ্রাহ্য করবেন না। ১৯/৪/৯৯

আমরা বুয়েট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই তাঁরা যেন স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেন। আশা করি তাঁরা এই আবেদন এবং দাবিকে উপেক্ষা কিংবা অগ্রাহ্য করবেন না

APR 22 1999